পার্বাধ্যায়ে কার্তিকোপাখ্যান

শিশির দে

যদিও প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু মহাশয় তাঁর কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অনুবাদকালে 'কার্তিক' সম্পর্কে লিখেছেন ঃ" ঊনিশ শতকী কলকাতার বাবু'র চেহারা নিয়ে হাস্যকর একটি ময়ূরে চড়ে, অগত্যা কৌমার্য-গুণে বঙ্গদেশীয় গণিকাদের পূজ্য হয়েছেন"—কার্তিক অবশ্যই গণিকা পূজ্য। তবে সে কথাটি সর্বাংশে সত্য বলা যাবে না। কারণ কার্তিক তো গণিকাদের মতো চোরদেরও উপাস্য দেবতা। 'মৃচ্ছকটিক' -এর তৃতীয় অঙ্কে শর্বিলক এর উক্তি—"কার্তিকের শিষ্যদের কাছে এটাই হ'ল প্রথম লক্ষণ। এখন কিভাবে সিঁধ কাটা যায়? কার্তিক ঠাকুর তো সিঁধ কাটার চার রকম উপায় দেখিয়েছিন।...বরদাতা কুমার কার্তিককে প্রণাম জানাই।" তবে বহুকাল ধরেই চোর ডাকাতের কাছে কার্তিক-বন্দনার সঙ্গে কালী-সাধনা অনেক ঘনিষ্ট সম্পর্ক যুক্ত আর এক আকাঙ্খা। বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে অজস্র ডাকাতে কালী পূজা তার প্রমাণ। আবার কার্তিক অপূত্রক ব্যক্তি বা বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা রমণীরও আরাধ্য দেবতা। নাতিপুতি ধানে পানে ভরা সংসারের গৃহস্থ বধূ মায় প্রবীণারাও কৃতজ্ঞতা বশতঃ কার্তিক পূজা করেন। কার্তিকের স্ত্রী দেবসেনা ষষ্ঠী শিশু পালিকা; লোকমাতা ও কৃত্তিকারা তার অর্থাৎ কার্তিকের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। অন্যদিকে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে কার্তিকেয়র অনুচরেরা গর্ভভোজী এবং অনুচরীরা ভ্রূণাপহারিণী। " স্কন্দের পালিকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার কুমারীকে স্কন্দগ্রহ বলা হয়, তারা ষোড়শ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটান। এই সকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তিকের পূজা করলে তাহাদের (অর্থাৎ শিশুসন্তানদের) মঙ্গল, আয়ু ও বীর্য লাভ লাভ হয়।

অন্যক্ষেত্রে সমীক্ষাসূত্রে জানা যায় কার্তিক কেবল সন্তানদাতা নন; ফসলের উৎপাদিকা শক্তি ও মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির সঙ্গে কার্তিকের সম্পর্ক গভীর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় কার্তিতকে শস্যরক্ষক দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন "উত্তর ও পূর্ববাংলায় কার্তিক মাসের শেষ তারিখে যে শস্যরক্ষক দেবতার পূজা হয়, তিনি কার্তিক ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। কালক্রমে হিন্দু পুরাণের প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক ঠাকুর পৌরাণিক শিবের পুত্র কার্তিকেয়র সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার শস্য রক্ষা করিবার গুণটুকু তাহা হইতে বিসর্জিত হয়।" ডঃ ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন ঃ "পশ্চিম বাংলায় কার্তিকের ঠাকুর অন্য উদ্দেশ্যে পূজিত হইয়া থাকেন।" এই "অন্য উদ্দেশ্যে" কথাটির অন্তনিহিত ভাষ্য দেন নি ডঃ ভট্টাচার্য। কিন্তু আমাদের পক্ষে বুঝতে াসুবিধা হয় না যে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে কার্তিক "শস্য রক্ষক দেবতা" হিসাবেই পূজিত হন। কার্তিক ব্রত প্রকৃতপক্ষে কৃষি ব্রত" বলেছেন ডঃ ভট্টাচার্য। (বাংলার লোক সাহিত্য) তবে পশ্চিমবঙ্গে কার্তিক-এর সঙ্গে ফসলের সম্পর্ক নেই অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র সন্তান কামনায় কার্তিকের পূজা করা হয়। তবে এরই পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) কার্তিক ময়মনসিংহে কার্তিকের গানে চাওয়া হয়েছে ধনের বর, ছেলের বর আবার বিবাহের বর।—

"কার্তিক যাইবেন কৈলাসে
উইঠা বর চাত্তরে
ধানের বর ছেলের বর
আর বর বিয়ার বর রে"

তবে ময়মনসিংহ গীতিকায় আছে ‘‘কার্তিক মাসে কার্তিক বরত পুত্রের ‘লাগিয়া’’। এইরকম ময়মনসিং ছাড়া বাংলায় অন্যান্য জেলাতেও কার্তিক পূজার গান যাকে চলতি বাংলায় ‘কাতির গান’ বলা হয়েছে তারও অজস্র নিদর্শন ছাড়িয়ে রয়েছে। যেমন ঃ ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর মায় কোচবিহারের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় বহুল প্রচলিত ‘কাতির গান’।

পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে যেহেতু লোক বিশ্বাসের সম্মিলন হয়েছে বহু ক্ষেত্রে তাই সেই আলোচনার উল্লেখও প্রয়োজন বোধ হলেও স্বল্পপরিসরে তা পেশ করা সম্ভব নয়। তাই দু’একটি নির্বাচিত একং সংক্ষেপিত কার্তির গান’ এখানে উধৃত হে াল। কার্তিক যেহেতু ফসলের দেবতা তাই তার গান —

‘‘ঠক বেটা মামারে কিইনা দামড়া দিলেরে
এক দামড়া সুয়েরে আর এক দামড়া মুতেরে
আলি ধানের কালি বুড়ো আছে কার ঘরেরে
রাতা ধানের আলি আছে ’মায়ের ঘরেরে
ধান কাটে নরাই মুনিষ কাস্তে হাতে নিয়ারে
শত আড়া জমিন কাটে ঘাম পড়ে ঝরেরে
ওরে হাজারে হাজারে মন ধান কাটেরে।’’

এইসব প্রসঙ্গ ও হরিণ শিকার, বাদুড় মারার গানও আছে। যুদ্ধবাজ যৌধেয়দের কার্তিক উপাসনা আর কাঁখে পো, ধ ানে-পানে গৃহস্থ বাঙালির কার্তিক এক নয়। প্রসঙ্গান্তরে যাই। কার্তিকের বিয়ে ঠিক হ’ল ঊষার সঙ্গে। কিন্তু কোন মাসে বিয়ে হবে তাই নিয়েই গোল বেধেছে। চণ্ডী আর কার্তিকের কথোপকথনে যেন অন্য এক বারমাস্যা রচিত হ’ল।

কার্তিক বলে শোন মাগো
অগ্রহায়ণে হোক মোর বিয়া,
অগ্রহায়ণে ফসল কর্তন-কর্ম
এবে না হইবে তব বিয়া।
পৌষে প্রস্তাবিল যবে কার্তিক গো
হউক মোর বিয়া,
পৌষে পুষ্করা হইবে
চণ্ডী বলে না করিও বিয়া।
তবে করাও মাগো বিয়া
লগনে মাস মাঘের,
চণ্ডী বলে হইলে মাঘে
বধূয়ার রূপ হইবে বাঘের।
সশঙ্কিতে বলে কার্তিক মাগো
তবে হোক ফাল্গুনে,
চণ্ডী বলে না হইবে বিয়া
দুল পূর্ণিমার কারণে।
চৈত্র মাসে চৈতালী যে
আর হইল কুৎসা মাস,
ইহাতেও কার্তিঠাকুর
না পাইলেন আশ।
বৈশাখ জষ্ঠি মাসে চণ্ডী বলে গো

গ্রীষ্মের খরণ
এমন মাসেতে বিবাহ
না হয় করণ
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
হইবে ভীষন বরষা
এতেক মাসেতে হ'লে
কেহ না পাইবে সাড়া
চণ্ডী বলে ভাদ্র মাস সকলে
দুষ্ট-মাস গনে
আগুনে না হইবে বিয়া
মোর পূজার কারণে।"

বাংলার লোকবিশ্বাসে কার্তিক কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, কামজিৎ পুষ। বাংলার লোকবিশ্বাসে ময়ূর ময়ূরীর যৌনমিলন অন্য কোন প্রাণীর মত নয়-ময়ূরের বীর্য ময়ূরী আহার করে।এ তারা অন্যদের মত কামবদ্ধ যুগ একত্রে মিলিত হয় না। W.J.Wilkins তাঁর গ্রন্থ Hindu Mythology তে স্কন্দপুরাণের সূত্রে বেশ কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। যেহেতু কুমার তাই সাধারণের ধারণা কার্তিক চিরকুমার Confirmed bachelor কিন্তু পৌরাণিক কথায় বর্ণিত দক্ষযজ্ঞে কার্তিককে শিব পাঠালেও তিনি নৃত্যগীত পটীয়সী এক রমণীর মোহে সময়মত পৌঁছাতে পারেননি। দেবদাসীদের কার্তিকের সঙ্গে বিয়ে হত। পরবর্তীকালে গণিকারা সকলেই নিজেদের কার্তিকের বাগদত্তা স্ত্রী বলে মনে করতেন। অন্যপুষকে বিবাহ করতেন না কারণ কার্তিক তাদের স্বামী। গণিকারা সম্ভবত এই কারণে ঘরে ঘরে কার্তিক পূজা করেন।

ব্রহ্মপুরাণে কার্তিকের কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তারকাসুর বধের সময় কার্তিকের শৌর্য, তার পৌষ ও অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি দেখে দেবী আসক্ত হন। কার্তিক ও দেবী যখন মিলিত হন তখন ময়ূর ডেকে ওঠে। চরম মিলনের মুহূর্তে আনন্দ ব্যাহত হয়। দেবীর অভিশাপে তাই ময়ূরের বীর্য ময়ূরীর শরীরের অভ্যন্তরে পতিত হয় না। —এরই রকমফের আছে একই আখ্যানের অন্যত্র। কার্তিক যখন কিছুতেই দেবীকে নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন বাহন ময়ূরকে নির্দেশ দিলেন মিলন মন্দিরে প্রবেশের কালে ডেকে উঠতে। আর দেবীর সঙ্গে শর্ত হ'ল " ভোর হ'ল অথবা কেউ এলে ময়ূর ডাকবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাবো।" হলও তাই— ময়ূরকে দেবী, অভিশাপ দিলেন-'তোরাও মিলিত হতে পারবি না কখনও।' তবে কালিদাসের 'মেঘদূত' এ অবশ্য শিখীর স্খলিত উজ্জ্বলপালক পুত্রস্নেহ বশে কানে পরে নেন পার্বতী—

মন্দ্র গরজনে শৈল মেখলায় প্রতিধ্বনি তুলে অতঃপর
নাচাবে পারকির শিখীরে, পার্বতী স্খলিত, উজ্জ্বল পালক যার
পুত্র স্নেহবশে যত্নে পরে নেন কর্ণে, কুবলয় কলির পাশে-
এবং ধবলিত নয়ন -কোণা যার শিবের ললাটের জ্যোৎস্নায়।
(পূর্বমেঘ, কালিদাসের মেঘদূত - বুদ্ধদেব বসু)

তারকারি কার্তিক সর্বগুণান্বিত, রূপবান কার্তিক এত কাণ্ডের পর অবিবাহিতবা কুমার কার্তিক হয়েই পূজিত হন কেন? না, যখন ঊষাকে বিবাহ করার জন্য কন্যাগৃহে গমনোদ্যত তখন দেখেন মাজ বা মাইজ দর্পণটি ফেলে এসেছেন। তাই সেটি নিতে এসে দেখেন দুর্গা বায়ান্ন আড়া চাউল-এর ভাত ও মহিষ পোড়া খাচ্ছেন। তাই দেখে কার্তিক প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর বিবাহ করবেন না।

"আসিয়া কার্তিক হেথা মাতাকে যা দেখিল
দেখিয়া শুনিয়া কার্তিক চমৎকৃত হইল।
বায়ান্ন আড়ার চাউল চণ্ডী করিল রন্ধন
তাহাতে এক মহিষ পুড়িয়া লইল ততখন।
মাইজ কলার পাতা আনি গাইলের উপর রাখিল

ইহার উপর রাখি চণ্ডী গো ভক্ষণ করিতে লাগিল।
এমত দেখিয়া কার্তিক গো আচম্বিত মানে
এমত ভক্ষণ মাতা জিজ্ঞাসে (কার্তিক) কিসের কারণে।
চণ্ডীবলে আজি হ'তে পর ঝি আসি ঘরে
কেমনে দেবে গো খাবার যদি উদর না ভরে?
বলিতে পারিব না তখন বলিব বল কাহাকে
পাইলাম আজি হেথা ইচ্ছা হল যাহাতে।
শুনিয়া চণ্ডীর কথা কার্তিক বলিল তখন,
এমতি দুঃখ মাতা যদি তব আমি বিয়া করিব কি কারণ।"
তাই স্কন্দপুরাণের কার্তিক অবিবাহিত।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com